

বুয়েটে শিবির সংঘবদ্ধ হচ্ছে॥ ভর্তি গাইড ও কোচিংয়ের আড়ালে চলছে তৎপরতা

ফয়সল আহসান ॥ সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বুয়েটে অলিখিত নিয়মে মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের রাজনীতি নিষিদ্ধ। তার পরও সাধারণ শিক্ষার্থী, ছাত্র সংগঠনগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কারও কাছে বুয়েটে শিবিরের অস্তিত্ব অজানা নয়। একাশ্যে মিটিং-মিছিল না করলেও নীরবে ও অন্তরালে বুয়েটে ক্রমেই সংঘবদ্ধ হচ্ছে ছাত্র শিবির। শিবির নেতা, কর্মী ও সমর্থকের সংখ্যা এখন দুই শতাধিক। বলতে গেলে বুয়েটে ছাত্ররাজনীতির তৃতীয় শক্তি ছাত্র শিবির। কর্মী সংগ্রহ, সাংগঠনিক সভা, চাঁদা আদায়সহ সব ধরনের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে তারা।

বুয়েটে শিবিরের কার্যক্রম চলে মূলত ভিত্তিমীর এবং আহসানউল্লাহ হলকে ঘিরে। সর্বাধিকসংখ্যক শিবির নেতা-কর্মীর বাস এ হল দুটোতে। বর্তমান ও সাবেক বুয়েট শিবির সভাপতি শিবির পরিচালিত কোচিং সেন্টার 'কনক্রেটের' পরিচালক থাকে ভিত্তিমীর হলে। বুয়েট শিবিরের সাধারণ সম্পাদক ও কনক্রেট গাইড সম্পাদক থাকে আহসানউল্লাহ হলে। এ ছাড়া নজরুল ইসলাম হল এবং সোহরাওয়ার্দী হলেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিবিরকর্মী রয়েছে।

সাংগঠনিক বৈঠকের স্থান হিসাবে বুয়েট কেন্দ্রীয় মসজিদ ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন সময়ে। রাত দশটার পর অনুষ্ঠিত হয়েছে এসব বৈঠক। বহিরাগত শিবিরকর্মী ও অতিথিদের আনাগোনা করতে দেখা যায় আবাসিক হলগুলোতে।

বিভিন্ন সময় ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে বানচাল হয়েছে শিবিরের কর্মকাণ্ড। তার পরও এসিএম আন্তর্জাতিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকারী বুয়েট দলকে সংবর্ধনা দিয়েছে বিনা প্রতিরোধে।

গত ছাত্র সংসদ ইউকসু নির্বাচনে ছাত্র শিবির অংশ নিতে পারেনি ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতিরোধে। তবে আগের চেয়ে সাংগঠনিকভাবে এখন দৃঢ় অবস্থানে শিবির। তাই আসন্ন ইউকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য আবারও জোর চেষ্টা চালাবে।

বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র পিজি হাসপাতালের পিছনের হাবীকুলাহ রোডস্থ বাড়িটি। ভাড়া করা এ বাড়িটি ব্যবহৃত হচ্ছে কনক্রেট ও রেটিনা কোচিং সেন্টারের কার্যালয় এবং ঢাকার বাইরে থেকে বুয়েট, মেডিক্যাল ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছ শিবিরকর্মীদের মেস হিসাবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি কোচিং সেন্টার কনক্রেট পরিচালনা করছে বুয়েট শিবিরকর্মীরা আর কনক্রেট গাইড রচিত হয় বুয়েট হলগুলোতে।

বুয়েটে শিবিরের কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সমর্থক হিসাবে কয়েক শিক্ষকের নাম শোনা যায় যায়। তবে গত বছর এক সাবেক বুয়েট ছাত্র শিবির নেতা শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেছেন তড়িৎ কৌশল বিভাগে। এবারের ইউকসু নির্বাচনকে ঘিরে একাশ্যে চলে আসার সভাবনা রয়েছে বুয়েটে অলিখিত নিয়মে নিষিদ্ধ ছাত্র শিবির চক্রের।

আমিনী-হকের কুশপুতলিকা দাহ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) সোমবার বুয়েট ছাত্রলীগ ফতোয়াবাজ ফজলুল হক আমিনী ও আযীফুল হকের কুশপুতলিকা দাহ করে। এর আগে ফতোয়াবাজ ও মৌলবাদীচক্রের অপতৎপরতার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে। বুয়েট ছাত্রলীগ সভাপতি তাপস কুমার দত্তের নেতৃত্বে মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় শেষ হয়।